দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 13 DEC 1988
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
৩৮.032

প্রসঙ্গঃ রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ

আমি এক সময় রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলাম। ঐ সময় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া মেডিক্যাল প্লানিং সেল'কে বুঝাইতে সক্ষম হই যে, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল অসম্পূর্ণ। প্রমাণ : কলেজে কোন ফার্মাকোলজী বিভাগ নাই, যেনতেনভাবে হাসপাতালে স্থান দেওয়া হইয়াছে; ফলে এখানে প্রত্যহ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়া থাকে। সত্যিকার অর্থে কলেজে কোনো কম্যুনিটি মেডিসিন ও ফোরেনসিক মেডিসিন বিভাগ নাই: এই দুইটি বিভাগকেও কোনরকমে প্যাথোলজী বিভাগের কিছু কামরায় স্থান দেওয়া হইয়াছে। ফলে মেডিক্যাল কাউন্সিলের ইচ্ছা এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মত মাইক্রোবাইওলজী বিভাগকে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগ হিসাবে চালু করা সম্ভব হইতেছে না। হাসপাতালে সত্যিকারের মাতৃত্ব ওয়ার্ডও অনুপস্থিত; লোকে বিশ্বাস না করিলে ইহা সত্য যে, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সন্তান ভূমিষ্ঠ করাইবার উপযোগী কামরা নাই। শোনা যায়, ইহার নির্দিষ্ট স্থান নাকি প্ল্যান-এ ছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। এদিকে চোখ ও নাক, কান, গলা বিভাগ আজও সদর হাসপাতালে পড়িয়া আছে।

আমার প্রস্তাব ছিল, কলেজ ও হাসপাতাল উভয়কেই বৃদ্ধি করিয়া ৪-তলা করা হউক। এবং কলেজের জন্য অফিস ব্লক, ২টা লেকচার গ্যালারী এবং ছাত্রদের জন্য অডিটরিয়াম ভিন্নভাবে নির্মাণ করা হউক এবং সেই সঙ্গে লাইব্রেরী বড় করা হউক যেমন অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজে আছে। স্থানীয় পি-ডব্লু-ডি কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে মত দিয়াছিলেন; প্লানিং সেলও ইহা মানিয়া নিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৫-৮৬ সালে রাজশাহী ও ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের জন্য ৪০ লাখ টাকা বরাদ্দ হয়। আমি অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এ টাকা আসে নাই।

উল্লেখ্য যে, কলেজটি মেডিক্যাল স্কুল ছিল। এটা কলেজ করার পর যতটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দরকার ছিল তাহা সুচারুভাবে করা হয় নাই।

আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত মেডিক্যাল স্কুলের সম্পত্তি হিসাবে ২টি ২ তলা বাড়ী এবং একটি ১ তলা বাড়ী সঙ্গে বিরাট পুকুর রহিয়াছে। উপযুক্ত পরিকল্পনা না থাকায় এই সব প্রায় অব্যবহার্যভাবে পড়িয়া থাকিয়া ধ্বংসের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। বেহাত হইয়া গেলে বলিবার কিছু থাকিবে না। আমি এবিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—প্রফেসর ডাঃ এম, এ, বারী,
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ।